দৈনিক ইত্তেফাক
THE DAILY ITTEFAQ

মার্চ ১৯, ২০১০, শুক্রবার : ৫ চৈত্র, ১৪১৬

শিশুরা শিখতে চায় আনন্দের মাধ্যমে

০ ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে 'শিশু সাহিত্যে শৈশবের বিস্ময়কর জগৎ' কর্মশালায় বক্তারা

০ ইত্তেফাক রিপোর্ট

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে 'শিশু সাহিত্যে শৈশবের বিস্ময়কর জগৎ' শীর্ষক কর্মশালায় বক্তারা বিনোদনের উপকরণের মাধ্যমে শিশুদের শিক্ষা দানের উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, উপযোগী শিশু সাহিত্য শিশুদের মানসিক বিকাশে সহায়তা করে। শিশুরা আনন্দের মাধ্যমে শিখতে চায়। তাই তাদের জন্য বেশী বেশী বিনোদনধর্মী শিশুতোষ সাহিত্য রচনা করতে হবে। যাতে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আনন্দের সাথে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। শিশুদের মন-মানসিকতার উন্নয়ন ঘটিয়ে তাদের সামাজিকভাবে শিক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রে শিশু সাহিত্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। তবে এক্ষেত্রে শিশু সাহিত্য শিশুদের সামঞ্জস্যের ভিত্তিতে হতে হবে।

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি ও মানবিকবিদ্যা বিভাগ এবং নয়নতারা কমিউনিকেশন্স এর উদ্যোগে গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টায় দুই দিনব্যাপী এই কর্মশালার উদ্বোধন শেষে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধে ভিজিটিং ফুলব্রাইট প্রফেসর ক্রিসটিন পেলেজ বলেন, শিশুরা ছবি, রং ও কার্টুন এর মধ্যদিয়ে শিখতে পারে। এই খবরটা জানানো খুবই গুরুত্ব বহন করে। শিশুরা সাধারণতঃ আনন্দের জন্য পড়ে। শিশুদের এই ধারাটা সীমানা ছাড়িয়ে সব দেশেই সমান। শিশু সাহিত্য শিশুদের উপযোগী সাহিত্য- যেখানে শিশুরা তাদের নিজেদের জগতকে খুঁজে পায়। আমাদের সকলের দায়িত্ব শিশুদের মন মানসিকতার উন্নয়ন ঘটিয়ে তাদের সামাজিকভাবে শিক্ষা দেয়া। শিশুদের শিক্ষা কারিকুলামে বিনোদন গুরুত্ব বহন করে-যা তাদের মানসিক বিকাশে সহায়ক।

তিনি আরও বলেন, শিশু সাহিত্যে বিভিন্ন ধরনের অসামঞ্জস্য তাদের মনের উপর দাগ কাটে। শিশুরা মুভি, টেলিভিশন ইত্যাদির মধ্যদিয়ে শিক্ষা লাভ করে। এ ব্যাপারে তিনি তার দীর্ঘ দিনের অর্জিত অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, শিশুদের মানসিক বিকাশে বিভিন্ন পেশার মানুষরা ভূমিকা রাখতে পারে। শিশু সাহিত্যের অন্যতম সাহিত্য বই ফেরিটেলস বিংশ শতাব্দীতে নতুনভাবে লেখা হতে শুরু করে। তিনি তার বক্তব্যে বিভিন্ন ধরনের শিশু সাহিত্যের বইয়ের পরিচিতি তুলে ধরেন এবং সেগুলো শিশুদের মানসিক বিকাশে কি রকম উপযোগী তার বিস্তারিত বর্ণনা করেন।

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক মোঃ গোলাম সামদানী ফকির বলেন, শিশু সাহিত্য শিশুদের মনোজগতে পরিবর্তন আনতে সহায়তা করে। তিনি শিশু সাহিত্যকে শিশুদের উপযোগী করে লেখার উপর গুরুত্ব দেন। শিশুদের নিয়ে এ ধরনের অনুষ্ঠান এবারই প্রথম বলে তিনি জানান। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন নয়নতারা কমিউনিকেশন্স এর সারাহ জাকের।

উদ্বোধন শেষে দুই পর্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম পর্বে শিশুদের মনোস্তাত্ত্বিক বিকাশে তাদের লেখা কি রকম সহায়ক ভূমিকা রাখে তার উপর একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। এছাড়া বিখ্যাত লেখকদের শৈশব জীবনের স্মৃতি নিয়ে একটি প্রবন্ধ বলা হয়। প্রাচীন বা পৌরাণিক এবং সমকালীন গল্প বা রূপকথা নিয়েও মজার মজার লেখা উপস্থাপন করা হয়। দ্বিতীয় পর্বে শিশু সাহিত্য, টেলিভিশন অনুষ্ঠান এবং শিশু শিক্ষামূলক বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করা হয়।

অনুষ্ঠানে শিশু সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা উপস্থাপন করেন শিশু সাহিত্যিক ও লেখক আনিসুল হক, ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক শামীম করিম, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. সামসাদ মর্তুজা, অধ্যাপক ফেরদৌস আযীম, কার্টুনিস্ট আহসান হাবিব প্রমুখ। মডারেটরের ভূমিকা পালন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরোজি বিভাগের অধ্যাপক সৈয়দ মন্‌জুরুল ইসলাম ও অধ্যাপক কায়সার হক।

আগামীকাল ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে ঢাকার বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে একটি সৃজনশীল লেখা বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করা হবে। অংশগ্রহণকারী স্কুলের মধ্যে থাকছে সাউথ-পয়েন্ট, সানবীমস্, অরণী এবং সিটি স্কুল। ঐদিন অতি পরিচিত গল্পকার ও সাহিত্যিক শামীম আজাদ এবং নয়নতারা কমিউনিকেশন্স-এর ক্রিয়েটিভ টিমের কাছ থেকে শিশুরা তাদের অজানা বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে জানার সুযোগ পাবে। শিশুদের তৈরি দেয়ালিকাগুলো পরবর্তীতে তাদের নিজ নিজ স্কুলে প্রদর্শিত হবে।